দৈনিক ইত্তেফাক

29 JAN 1997

তারিখ ..28. JAN..1997 ...

পৃঃ ৩ কলাম ২

কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

ছাত্র উপস্থিতির হার হতাশাব্যঞ্জক

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জেলার বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার হতাশাব্যঞ্জক। সরকারী তথ্যের সহিত বাস্তব চিত্রের কোনই মিল নাই। শুধুমাত্র বর্ষ শুরুতে ... ভর্তির পর বিনামূল্যে পুস্তক লা... এবং শেষের দিকে বা... শুরু হওয়ার পূর্বে ... উপস্থিতি থাকে ল... মাসগুলিতে পড়... ছাত্রীও বিদ্যালয়ে নি... থাকে না। অবশ্য সরকারী হিসাবে সদ্যসমাপ্ত শিক্ষাবর্ষে প্রতিদিন গড়ে শতকরা ৭০ দশমিক ৮৪ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল বলিয়া দেখানো হইয়াছে।

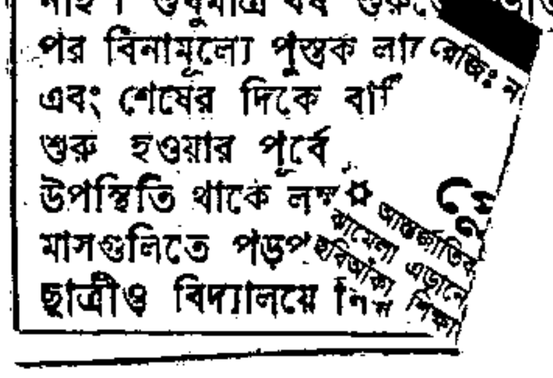

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সারা জেলার ৮০৮টি সরকারী, ৩৫৭টি রেজিষ্টার্ড ও ১২৪টি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন বিদ্যালয় রহিয়াছে। গত শিক্ষাবর্ষে এই সমস্ত বিদ্যালয়সমূহে মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৪৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল। উক্ত সূত্র মতে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ছাত্র-ছাত্রীদের গড় উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৭৭ ভাগ, পাকুন্দিয়ায় শতকরা ৭৬ ভাগ, অষ্টগ্রামে শতকরা ৬৮ ভাগ, হোসেন-

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জ জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

পুরে শতকরা ৭২ ভাগ, মিটামইনে শতকরা ৬৯ ভাগ, কটিয়াদীতে শতকরা ৭০ ভাগ, বাজিতপুরে শতকরা ৭২ ভাগ, নিকলীতে শতকরা ৭২ ভাগ, তাড়াইলে শতকরা ৭৪ ভাগ, কুলিয়ারচরে শতকরা ৭২ ভাগ, ভৈরবে শতকরা ৮১ ভাগ, ইটনায় শতকরা ৪৭ ভাগ ও করিমগঞ্জে শতকরা ৭১ ভাগ। কিন্তু স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র এই তথ্যের সহিত ভিন্ন মত পোষণ করে। বিভিন্ন সময়ে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়াও ইহার সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগে প্রকাশ, বেশীরভাগ বিদ্যালয়েই হাজিরা খাতায় নাম ডাকা হয় না। পরে শিক্ষকরা একসঙ্গে হাজিরা খাতায় উপস্থিতির ঘর পূরণ করিয়া থাকে। এদিকে হাওর এলাকায় বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির বাস্তব চিত্র খুবই করুন। হাওর থানা বলিয়া পরিচিত ইটনা, অষ্টগ্রাম, মিটামইন ও নিকলী থানার শতকরা আশি ভাগ বিদ্যালয়ই বর্ষাকালীন চার মাস অঘোষিত বন্ধ থাকে। সরকারী-বেসরকারী উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই ছাত্র উপস্থিতি বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করে না বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে।

খোঁজ-খবর নিয়া জানা যায়, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অধিকাংশ পিতা-মাতার পক্ষেই তাহাদের স্কুলগামী সন্তানদের জামা-কাপড়, খাতা-কলম কিনিয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় না। ফলে অনেকে ভর্তি হইয়াও নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না। এদিকে চাষাবাদের মৌসুমে অনেককেই পিতার সহিত ক্ষেতে-খামারে কাজ করিতে হয়। ইহাছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও খেলাধুলার বন্দোবস্ত না থাকার কারণেও কোমলমতি শিশুরা বিদ্যালয়ে যাইতে নিরুৎসাহিত বোধ করে।